সংবাদ

তারিখ ... 12 JAN 2014 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

স্কুলে নাশকতা

'নতুন বই নিয়ে ওরা এখন খোলা আকাশের নিচে স্কুলের ক্লাস করছে'

সুব্রতদাস, রাজশাহী

রতন, জামি, শরিয়, সকিনা, বিলকিস স্কুলে ওরা বিনামূল্যের নতুন পাঠ্যবই পেয়েছে। নতুন বছরে নতুন বইয়ের সুগন্ধ সবার হাতে। কিন্তু নতুন বই নিয়ে ওরা কোথায় ক্লাস করবে। রাজশাহী বাঘার এলাকার শিক্ষার্থীরা দূর থেকে দেখেছে নাশকতার আগুনের লেলিহান শিখায় স্কুলের চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল ও ঘরের চালাসহ (টিনশেড) তিনটি ক্লাশ রুম প্রায় সম্পূর্ণ পুড়ে যাচ্ছে। এরপর ক্লাস শুরু হয়। এসে দেখে সব শিক্ষার্থী ক্লাস করছে কিন্তু অন্যভাবে। রাজশাহীর চারঘাটে নাশকতার আগুনে পুড়ে যাওয়া স্কুলের ক্লাস হচ্ছে খোলা আকাশের নিচে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগের দিন ৪ জানুয়ারি শনিবার গভীর রাতে রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কালাবীপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। আগুনের লেলিহান শিখায় স্কুলের চেয়ার, বেঞ্চ, টেবিল ও ঘরের চালাসহ (টিনশেড) তিনটি ক্লাস রুম প্রায় সম্পূর্ণ পুড়ে যায়। এর ফলে শ্রেণীকক্ষের অভাবে ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস নেয়া হচ্ছে স্কুলের মাঠে খোলা আকাশের নিচে। নতুন শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই এমন বিড়ম্বনা কোমলমতি শিক্ষার্থীরা মেনে নিতে পারছে না। নবম শ্রেণীর ছাত্রী অনামিকা জানায়, নতুন বই, নতুন ক্লাসে উঠেছি। কিন্তু আমাদের স্কুলে আগুন দিয়েছে তা দেখে খুব কষ্ট লাগছে।

আমাদেরও নতুন বই নিয়ে নতুন ক্লাসে মজাটাই দুর্বৃত্তরা নষ্ট করে দিয়েছে। তারা অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও দাবি করে। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী জ্যামি আক্তার বলে আমরা লেখাপড়া শিখি কেও চায় না কেন আগুন দিলো আমরা কোথায় ক্লাস করব। এ দিকে বাঘার অপর স্কুল দিঘা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শাজাহান আলী বলেন, গত ৫ জানুয়ারি সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে কে বা কারা বিদ্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। ওই আগুনে বিদ্যালয়ের দুইটি শ্রেণী কক্ষ পুড়ে গেছে। এতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় লক্ষাধিক টাকা বলে তিনি জানান। দাও দাও করে আগুনের শিখা দেখে এলাকার লোকজন ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কালাবীপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রফিকুল ইসলাম জানান, পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি ভোটকেন্দ্র হলেও এ স্কুলটি ভোটকেন্দ্র ছিল না। আগুনে স্কুলের প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে তিনি জানান।

এ ব্যাপারে চারঘাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি সাংবাদিদের বলেন, মেরামতের কার্যক্রম চলছে, অতিশীঘ্রই পাঠদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।